মুখ বন্ধ রাখুন, ট্রাম্পকে পুলিশ প্রধান

পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার ঘটনায় আমেরিকাজুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছেই। বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে দেশটির বিভিন্ন শহর।

এমন অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছেন হৌস্টন পুলিশের প্রধান আর্ট আচেভেদো। চলমান বিক্ষোভ নিয়ে মন্তব্য করায় প্রেসিডেন্টকে চুপ থাকতে বলেন তিনি। খবর সিএনএনের।

আর্ট আচেভোদো নামের ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, যদি আপনি গঠনমূলক চিন্তা করতে না পারেন, তবে আপনার মুখ বন্ধ রাখুন।
এদিকে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার দায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

তিনি গভর্নরদেরকে দুর্বল বলে উল্লেখ করে বলেছেন, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। এমন কি বেশ কয়েকজন গভর্নরের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

এক ভিডিও কনফারেন্সে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে গভর্নরদেরকে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বিক্ষোভ-প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গভর্নরদের চাপ প্রয়োগ করছেন।

গত ২৫ মে পুলিশের নির্যাতনের পর মারা যান জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ। তাকে পুলিশের নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিও প্রকাশ হতেই বিক্ষোভ দানা বাঁধে যুক্তরাষ্ট্রে। এক শহর থেকে আরেক শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের আগুন।

ঘাড়ে ও পিঠে ক্রমাগত হাঁটু দিয়ে চাপ দিয়ে রাখার কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান আফ্রিকান-আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েড। মিনিয়াপলিসের এক পুলিশ কর্মকর্তা ফ্লয়েডকে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে তার ঘাড় চেপে ধরেন। আট মিনিটের বেশি সময় ধরে এভাবে হাঁটুর চাপে শ্বাসরোধে মৃত্যু হয় ফ্লয়েডের।

সম্প্রতি এক ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে তার মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন জর্জ ফ্লয়েডের পরিবারের আইনজীবী বেন ক্রাম্প। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

যে কারণে বাংলাদেশের দিকে আসছে না পঙ্গপাল

পঙ্গপালের হানায় নাস্তানাবুদ প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল বাংলাদেশেরও। তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আশ্বস্ত করছে, এ নিয়ে আপাতত বাংলাদেশের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। মৌসুমী বায়ু অনুকূলে থাকবে না, তাই এ বছর বাংলাদেশে পঙ্গপাল আসার সম্ভাবনা নাই।

বিশ্বজুড়ে পঙ্গপালের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে এফএও। একইসঙ্গে দেশগুলোকে এ বিষয়ে সতর্কও করছে।

সংস্থাটি গত ২৭ মে প্রকাশিত তাদের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে জানায়, রাজস্থানে থেকে পঙ্গপালের ঝাঁক মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যেতে থাকবে। আরও কয়েকটি ঝাঁক রাজস্থানে ঢুকতে পারে জুলাই পর্যন্ত। এরা বাতাস অনুকূলে পেয়ে বিহার ও উড়িষ্যাতেও পৌঁছে যেতে পারে। এরপর মৌসুমি বায়ু দিক বদলাতে শুরু করলে এরাও রাজস্থানের দিকে ফিরে আসবে। ওই সময় তাদের প্রজননের সময় হবে এবং চলাচল থেমে যাবে। ফলে দক্ষিণ ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা পঙ্গপালের খুব একটা নেই।
বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ এক প্রতিবেদনে জানান, গত মাসের শুরুতে তিনি এফএও’র পঙ্গপাল পূর্বাভাস বিষয়ক সিনিয়র কর্মকর্তা কিথ ক্রেসম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে পঙ্গপাল আসার সম্ভাবনা কতটুকু এ বিষয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘কয়েকটি কারণেই বাংলাদেশে পঙ্গপাল হানা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে আছে পঙ্গপাল। দ্বিতীয়ত, তারা বাতাসের বিপরীতে উড়তে পারে না। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ অনেক আর্দ্র ও সবুজ, মরু পঙ্গপালের বসবাসের জন্য এ

আবহাওয়া অনুকূলে নয়।’

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পঙ্গপাল শুষ্ক আবহাওয়া পছন্দ করে। এদেশের আবহাওয়া আর্দ্র ও শুষ্ক। তাই এ দেশে পঙ্গপালের আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরেরে এক কর্মকর্তা বলেন, বিগত ৪৯ বছরে দেশে পঙ্গপালের কোন আক্রমণ হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তবে এ বছর তেমন ঝুঁকি নেই, আগামী বছরের জন্য আমাদের সতর্ক হতে হবে।

মরু পঙ্গপালের একটি ঝাঁকের বিস্তার কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পঙ্গপাল নিজের ওজনের সমান (২ গ্রাম) শস্য একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারে। এক বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী পঙ্গপাল যে পরিমাণ ফসল নষ্ট করে, তা দিয়ে ৩৫ হাজার মানুষকে এক বছর খাওয়ানো যায় । সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে আরেক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে না উঠতেই ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘নিসর্গ’। তবে এবার আর বঙ্গোপসাগরে নয়, ঘূর্ণিঝড়টি সৃষ্টি হয়েছে আরব সাগরে।

বর্তমানে ভারতের মুম্বাই থেকে ৬৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং সুরাট থেকে ৯২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গভীর নিম্নচাপ রূপে অবস্থান করছে এটি। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই নিম্নচাপ শক্তি বৃদ্ধি করে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া ভারত আবহাওয়া অধিদফতর।

বুধবার সকাল ৭টা– দুপুর ১২টার মধ্যে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় নিসর্গ ভারতের মহারাষ্ট্রে আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১২৫ কিলোমিটার হতে পারে।

আরব সাগরে সচরাচর ঘূর্ণিঝড়ের দেখা যায় না। তাই বহুদিন পর এমন শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের কবলে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য। ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় ইতোমধ্যে ভারতের মহারাষ্ট্রে বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) ১০টি দল মোতায়েন করা হয়েছে।

এছাড়া সমস্ত উপকূলের পাশে থাকা লোকজনদের সাবধান করা হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

হোয়াইট হাউজের বাইরে বিক্ষোভ, ‘বাংকারে পালান’ ট্রাম্প

জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর আমেরিকায় শুরু হওয়া আন্দোলন শুক্রবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এসময় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিশেষ সুরক্ষিত একটি বাংকারে নেওয়া হয়। খবর দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে আন্দোলনকারীরা হোয়াইট হাউজের আশপাশে জড়ো হতে থাকেন। ভবনের সীমানা প্রাচীরের পাশে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এ সময় একসঙ্গে শত শত মানুষ জড়ো হওয়ায় আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা হঠাৎ হোয়াইট হাউজে যান। তারপর তারা ট্রাম্পকে আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কারে নেন। অতীতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলার সময় এই বাংকার ব্যবহার করেন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে কয়েক জন উপদেষ্টাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ‘শুক্রবার রাতের ঘটনায় প্রেসিডেন্টের পরিবার বিহ্বল হয়ে পড়ে।’
ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর ওয়াশিংটনসহ দেশটির বিভিন্ন স্থানে জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাঙচুর শুরু হয়েছে। ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু থেকেই আন্দোলনকারীদের সমালোচনা করছেন।

শুক্রবার গভীর রাতে তিনি টুইটে লেখেন, ‘যদি তারা সীমানা পার হতো, তাহলে দুষ্টু কুকুরের অভ্যর্থনা পেত। যত্ন করা হতো ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে।’

ট্রাম্পের দাবি, তিনি জর্জ ফ্লয়েডের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু নিহতের ভাই ফিলোনিজ ফ্লয়েড সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ট্রাম্প তাকে কথা বলারই সুযোগ দেননি! সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

খুলতে যাচ্ছে হজের দুয়ার, সিদ্ধান্ত আসবে ১৫ জুনের মধ্যে

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চলতি বছর হজের দুয়ার খুলতে যাচ্ছে।

মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিস্তার রোধে দেয়া বিধিনিষেধ শিথিল করে দুই মাসেরও বেশি সময় পর সৌদি আরবের মসজিদগুলো খুলে দেয়া হয়েছে।

রোববার থেকে দেশটিতে পবিত্র কা’বা শরীফ ও মসজিদুন নববীসহ সব মসজিদের দ্বার নামাজ পড়ুয়াদের জন্য ফের উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এর মধ্য দিয়ে আসন্ন হজ পালনের দ্বার খুলতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশের হজ সংশ্লিষ্টরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আবদুল্লাহ সোমবার যুগান্তরকে বলেন, ‘করোনা পরিস্থিতির কারণে পবিত্র হজের কেন্দ্রবিন্দু সৌদি আরবের পবিত্র কা’বা এবং মসজিদুন নববী সাধারণ মুসুল্লীদের জন্য বন্ধ রেখেছিল সৌদি সরকার।

দুই মাসের বেশি সময় পর রোববার তা আবার সীমিত আকারে খুলে দিয়েছে বলে জেনেছি। আমরাও আসন্ন হজের জন্য নিবন্ধনসহ সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছি।

তিনি বলেন, এ বছর বাংলাদেশসহ বর্হিবিশ্বের হজযাত্রীরা হজ পালন করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে করোনা পরিস্থিতির ওপর। সব বিষয় বিবেচনা করে সে সিদ্ধান্ত নেবে সৌদি সরকার। আমরা আসা করছি এ ব্যাপারে তারা আগামি ১৫ জুনের মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। তাদের সিদ্ধান্ত পাওয়া মাত্রই বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করবে।
এখন পর্যন্ত ৬৬ হাজার যাত্রী চলতি বছর হজের জন্য নিবন্ধন করেছেন বলেও জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, করোনা সংকটের কারণে মার্চে ওমরাসহ মক্কা-মদিনায় অনেক ধর্মীয় কার্যক্রমে এরই মধ্যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সৌদি আরব। গত মাসে এখনই বার্ষিক হজের পরিকল্পনা না নিয়ে ধৈর্য ধরতে মুসলিম উম্মার প্রতি গত মাসে আহ্বান জানায় দেশটির হজ কর্তৃপক্ষ।

জুলাই আর আগস্ট মাসে হজের জন্য প্রায় ২৫ লাখ মানুষ মক্কা এবং মদিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি সৌদি আরব। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় মৃত্যুতেও চীনকে ছাড়িয়ে গেল ভারত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস চীনের উহান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশটিতে বর্তমানে করোনা নিয়ন্ত্রণে কিন্তু সারা বিশ্বে লাগামছাড়া। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশের পর এবার করোনায় মৃত্যুর দিক থেকে চীনকে পেছনে ফেলেছে ভারত। ভারতে আক্রান্তের সংখ্যাও চীনের থেকে প্রায় দ্বিগুণ।

জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির পরিসংখ্যান বলছে, চীনে যেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪ হাজার ১০৬ জন, সেখানে ভারতে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৩৮৬ জন। আক্রান্ত হওয়ায় সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ। পাশপাশি বৃহস্পতিবার রাতের তথ্য বলছে চীনের মৃত্যু সংখ্যাকেও পেছনে ফেলেছে ভারত। চীনে করোনার জেরে মৃতের সংখ্যা ৪ হাজার ছয়শ

৩৮ জন কিন্তু ভারতে সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার সাতশ ১১ জনে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে শুরু হয়েছিল করোনার সংক্রমণ। এরপর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই মারণ ভাইরাস। সারা বিশ্বে ৫৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই রোগের কবলে পড়েছেন। বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা সাড়ে ৩ লাখেরও বেশি। সারা বিশ্বজুড়ে করোনার ভয়াবহ প্রকোপে পড়লেও মারাত্মক অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের। সেখানে ১৭ লক্ষেরও বেশি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, ভারত ছাড়াও ব্রাজিল, রাশিয়া, ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স এবং জার্মানির অবস্থা করোনায় শোচনীয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আবারও রেকর্ড, ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত এক লাখ ১৬ হাজারের বেশি

২৪ ঘণ্টায় আবারও করোনার রেকর্ড সংক্রমণ দেখলো বিশ্ব। বৃহস্পতিবার ভাইরাসটির নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এক লাখ ১৬ হাজারের বেশি। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫৯ লাখ।

নতুন করে পাঁচ হাজার প্রাণহানিতে, মোট মৃত্যু তিন লাখ ৬২ হাজারের বেশি। মহামারীর পাঁচ মাসে, এদিন সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু রেকর্ড করেছে ব্রাজিল। মারা গেছেন প্রায় ১৩শ’ মানুষ। নতুন আক্রান্ত ২৪ হাজারের বেশি। এ নিয়ে দেশটিতে প্রাণহানি ২৭ হাজার ছুঁইছুঁই। আক্রান্ত সাড়ে চার লাখের কাছাকাছি।

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে ১২শ’ মানুষের মৃত্যুতে প্রাণহানি বেড়ে হয়েছে ১ লাখ সাড়ে ৩ হাজার। আক্রান্ত ১৭ লাখ ৬৮ হাজার মানুষ। দিনের তৃতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে মেক্সিকোতে।
মৃত্যু তুলনামূলক কম হলেও রাশিয়াতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পৌনে চার লাখ। ইতালি-স্পেন-ফ্রান্সে করোনার নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিম্নমুখী গ্রাফ অব্যাহত থাকলেও যুক্তরাজ্যে প্রাণ গেছে

আরও পৌনে ৪শ’ মানুষের। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘চীনের জঘন্য উপহার করোনাভাইরাস’, ১ লাখ মৃত্যুর পর হতাশা প্রকাশ ট্রাম্পের

হতাশা। দুঃখ। আর ক্ষোভ। বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ও তার ‘চীন-যোগ’ দুই বিষয়েই যেন এই অনুভূতিগুলিই উগড়ে দিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

দেশে ১ লাখ মানুষ করোনায় প্রাণ হারানোর পর এভাবেই টুইট করলেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশের প্রধান।

‘করোনাভাইরাসে দেশে ১ লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু, আমরা একটা খুব খারাপ মাইলস্টোনে পৌঁছালাম,’ নিস্তব্ধতা ভেঙে নিজের হতাশাকে তুলে ধরলেন ট্রাম্প। সমবেদনা জানালেন মহামারী করোনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিজনদের প্রতি।
টুইটে লিখলেন, ‘প্রতিটি স্বজনহারা পরিবার ও পরিজনদের আমি সমবেদনা জানাই।’ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ও দেশবাসী হিসেবে তিনি তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন।

‘গড বি উইথ ইউ,’ সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ কামনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই সঙ্গে অবশ্য চীনকেও এক হাত নিতে ভুললেন না। বেশিরভাগ টুইট ও সাংবাদিক সম্মেলনের মতোই আবারও কাঠগড়ায় তুললেন চীনকে।

দ্বিতীয় টুইটে ট্রাম্প বললেন, ‘চীনের একটা জঘন্য উপহার-করোনাভাইরাস, সারা বিশ্বজুড়ে দাপিয়ে চলেছে। এক দমই ভাল নয়।’ সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]